ক্ষমতায় গেলে শিক্ষা সংস্কার হবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব

বিশেষ প্রতিনিধি

১০ মার্চ, ২০২৫ ০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘আল্লাহ যদি আমাদের কোনো দিন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেন এবং জনগণের ভালোবাসায় আমরা যদি ক্ষমতায় যাই, তাহলে আমাদের প্রথম দায়িত্ব হবে শিক্ষার সংস্কার সাধন করা।’

গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের অডিটরিয়ামে শিক্ষক প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সম্মেলনটি আয়োজন করে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন।

সমাজের চাকা সঠিক পথে চলছে না উল্লেখ করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘শিক্ষকদের অনুরোধ করব, আপনারা মানুষ গড়ার কারিগর, তাই এই দায়িত্ব সৎভাবে পালন করুন।

তাহলে সমাজের চাকা সঠিক পথে চলবে।

তবে কেউ বলতে পারেন, পেটে ক্ষুধা থাকলে কিভাবে এটা করব? আমি বলব, এই ক্ষুধা মেটানো জাতির দায়িত্ব। কারণ শিক্ষকদের যদি ন্যায্য দাবি আদায়ে রাজপথে নামতে হয়, তাহলে এটি জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। তাই সমাজে আদর্শ শিক্ষকের বড় প্রয়োজন।

তবেই আমরা একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারব।’

তিনি বলেন, আজকের শিক্ষকরা তাঁদের দাবির জন্য ছাত্রদের সামনে আন্দোলন করছেন। অথচ যাঁদের কাছে তাঁরা দাবি আদায়ের অনুরোধ করছেন, তাঁরাই একদিন এই শিক্ষকদের ছাত্র ছিলেন। তাহলে কেন আজ শিক্ষকদের ছাত্রদের সামনে অসহায়ের মতো হাত জড়ো করতে হচ্ছে?

জামায়াত আমির বলেন, ‘আপনি আজ যত বড় সচিব, সেনা কর্মকর্তা বা যেই হন না কেন, একদিন আপনিও এই শিক্ষকদের ছাত্র ছিলেন।

তাহলে আজ আপনারা মানুষের মতো মানুষ না হয়ে এই অবস্থায় কেন? কারণ একটাই, শিক্ষাটা ভালো ছিল না। তাই ভবিষ্যতে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে সংশোধন করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনে অনেক দাবি উত্থাপিত হয়েছে। তবে আমি বলব, এত সব দাবির প্রয়োজন হবে না যদি শিক্ষাব্যবস্থায় দুটি মৌলিক বিষয় যুক্ত করা হয়। তখন সব দাবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

’

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা এমন শিক্ষাকে সমর্থন করব, যা নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে। দেশের ৯১ শতাংশ জনগণ মুসলমান, তাই শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে ইসলামী চেতনার ভিত্তিতে। অন্যথায় সমাজ সঠিকভাবে চলতে পারবে না, এটি প্রমাণিত। নৈতিক শিক্ষার অভাবে আজ সমাজে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। মাগুরার সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় দেখা গেছে, আত্মীয়ের কাছেই এক শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এটি বিশ্বাসঘাতকতা। তাই আমাদের ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনের মাধ্যমে একটি সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে যেতে হবে, যাতে জাতিকে শিক্ষকদের দুর্দশা আর দেখতে না হয়। জামায়াতে ইসলামী সব সময় শিক্ষকদের পাশে থাকবে।’

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ পার্টির নায়েবে আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, ‘২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্ররা অংশ নিলেও শিক্ষকরাই পেছন থেকে তাদের সাহস জুগিয়েছিলেন। তাই যদি শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হয়, তাহলে শিক্ষকদের অবস্থা আমাদের দেশে এমন কেন? বিগত সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে

ধ্বংস করে দিয়েছিল, এমনকি তারা পাঠ্যপুস্তকে সমকামিতার মতো বিষয়ও সংযোজন করেছিল। বিভিন্ন সময় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নানা চেতনার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। তবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে ইসলামী চেতনার ভিত্তিতে।'

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, শিক্ষকদের তাঁদের ন্যায্য দাবির জন্য কেন রাজপথে নামতে হচ্ছে? সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, দ্রুত শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান করুন। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার শিক্ষকদের মর্যাদা হরণ করেছিল। ভোটের সময় শিক্ষকদের দিয়ে দায়িত্ব পালন করিয়ে তাদের মিথ্যা ভোট গণনায় বাধ্য করেছিল।